বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০

"আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক"

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পলিসি লিডারশিপ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি (প্লাজ-II) প্রজেক্টের সহায়তায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

بسم الله الرحمن الرحيم

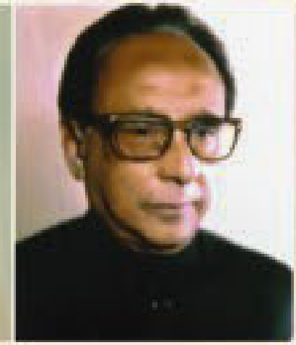

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৭
০৯ ডিসেম্বর ২০১০

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর অবদানের স্মরণে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও 'বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০' উদ্‌যাপনকে আমি স্বাগত জানাই।

উপমহাদেশে নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে বেগম রোকেয়া যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ঐতিহাসিক। তিনি তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে নারীর ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাবলম্বিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখি তিনি শক্তিশালী লেখনীর মধ্য দিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রয়াসী হয়েছেন নারী সমাজকে অধিকতর সচেতন করতে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করা সময়ের অন্যতম দাবী। বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নতুন শতাব্দীতে নারী-পুরুষের বৈষম্যহীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠায় সকলকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। বেগম রোকেয়ার আত্মপ্রত্যয় এদেশের নারী সমাজকে উন্নয়নের সংগ্রামে অসীম প্রেরণা যোগাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জিল্লুর রহমান

মোঃ জিল্লুর রহমান

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৬
০৯ ডিসেম্বর ২০০৯

বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০ উপলক্ষে এ মহীয়সী নারীর প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার কঠিন শৃঙ্খলে বেড়ে ওঠা বেগম রোকেয়া ছিলেন এদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি তাঁর নিজ জীবনের বাস্তবতার মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন সমাজে নারীর পশ্চাৎপদ অবস্থান। উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষাই নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন। বেগম রোকেয়া তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নারীর প্রতি সামাজের অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণের মূলে আঘাত হেনেছিলেন।

বর্তমান সরকার দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে।

বেগম রোকয়োর কর্মময় জীবন ও আদর্শ নারী সমাজকে আরও উদ্যমী ও অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৭
০৯ ডিসেম্বর ২০১০

উপমহাদেশের নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃত বেগম রোকেয়া। প্রতিবছর জাতীয়ভাবে বেগম রোকেয়া দিবস পালন ও বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের মধ্য দিয়ে নারী শিক্ষা ও উন্নয়নের অগ্রদূত এই মহিয়সী নারীকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। বেগম রোকেয়া শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে অনগ্রসর নারী সমাজকে অবরোধের বেড়াজাল থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেছিলেন। নারীর ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্নদ্রষ্টা বেগম রোকেয়া যে লক্ষ্য ও প্রত্যাশা নিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও প্রথার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম শুরু করেন, তার মধ্য দিয়ে পরবর্তী নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ভিত রচিত হয়। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় এ কাজটি ছিল একজন নারীর জন্য দুরূহ। কিন্তু শত প্রতিকূলতার মাঝেও নিজের প্রত্যয় ও আদর্শে অবিচল থেকে শিক্ষার প্রদীপ হাতে তিনি আলোকিত করেছেন নারী সমাজকে। বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন, "সমাজের অর্ধ অঙ্গ বিকল রাখিয়া উন্নতি লাভ করা অসম্ভব"। তাই তিনি নারী শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সাখায়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় আজও তাঁর দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, প্রত্যয় ও সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করে।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নারী আজ অগ্রগামী। বহুক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন আজ বাস্তব।

"পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিষ্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী VICEROY হইয়া এদেশের সমস্ত নারীকে রানী করিয়া ফেলিব।"

বিশ্বায়নের এই যুগে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিক্ষেত্রে নারীর বিচরণ ও অবস্থান আজ স্পষ্টতই প্রতীয়মান। তবুও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এখনো অর্জিত হয়নি। নারী এখনো অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতিত, অধিকার বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম অধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এই সফলতা আমাদের ধরে রাখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বেগম রোকেয়ার জন্মবার্ষিকীতে আমরা সকলে এই প্রত্যয়ে উজ্জীবিত হই– "যাহা হউক মাতা, ভগিনী, কন্যে! আর ঘুমাইও না–উঠ, কর্তব্য পথে অগ্রসর হও"। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করি ও সম্মুখপানে অগ্রসর হই।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এম.পি

بسم الله الرحمن الرحيم

ভারপ্রাপ্ত সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৫ অগ্রহায়ণ ১৪১৭
০৯ ডিসেম্বর ২০১০

বেগম রোকেয়ার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ৯ ডিসেম্বর। নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী এই নারীকে স্মরণ করার জন্যই রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিনকে "বেগম রোকেয়া দিবস" হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। প্রতিবছর এদিনে নারী সমাজের উন্নয়নে যাঁরা বিশেষ অবদান রাখছেন তাঁদেরকে রোকেয়া পদক প্রদানের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়।

বেগম রোকেয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একই সাথে সুসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক ও নারী আন্দোলনের পুরোধা। নিজ পারিপার্শ্বিকতা ও জীবন দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থান। কেবল শিক্ষাই পারে নারীদেরকে এ অবস্থা থেমে মুক্ত করতে। এ উপলব্ধিই বেগম রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছে নারী সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে।

শত বছর পেরিয়ে, বর্তমান এই সময়ে নারীরা সমাজের বিভিন্ন কর্মকান্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু এখনও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বৈষম্যের ইতিহাসকে বদলে ফেলে নারী পুরুষের সমতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার এই লক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমি বেগম রোকেয়া দিবস ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তারিক-উল-ইসলাম

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নঃ নারীর ক্ষমতায়নের সাম্প্রতিক উদ্যোগ সমূহের প্রাসঙ্গিকতা

মো. আশরাফ হোসেন,মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ভূমিকা

বাংলার মুসলিম নারী জাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বলে বেগম রোকেয়া যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত বাঙালি মুসলিম নারী সমাজকে আলোর সন্ধান দেখাচ্ছেন এবং মুক্তির পথ দেখাচ্ছেন। তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে বেগম রোকেয়াই সর্বপ্রথম নারীর সমঅধিকার দাবী করেছিলেন। নারী মুক্তির লক্ষ্যে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানোর কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। বেগম রোকেয়া অনুধাবন করেছিলেন, যতদিন নারী সুশিক্ষায় শিক্ষিত না হবে ততদিন নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। তাই নারী শিক্ষার জন্য জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এ চাওয়ার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছিল "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল"।

বেগম রোকেয়ার চিন্তার গভীরতায় এবং দৃষ্টির প্রসারতায় তাঁর রচিত সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। রোকেয়া রচনাবলী পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল শুধু রচনার সহজ বোধের কারণেই নয়; তার সাহিত্য সমাদৃত হয়েছিল সময়ের চেয়ে তাঁর অগ্রসর চিন্তার কারণে। তাঁর বিভিন্ন লেখায় সমাজের যেসব সমস্যা তিনি তুলে ধরেছেন এবং সম্ভাব্য সমাধানের নির্দেশনা দিয়েছেন তাতে তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা, নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নারী-পুরুষের সমকক্ষতা ও সাম্প্রতিক বিশেষ আলোচ্য ইস্যু 'জেন্ডার সমতার' দাবী সে সময়ের অন্তপুরবাসিনী বেগম রোকেয়ার চিন্তায় ও লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিংশ শতাব্দীর শুরু হতে তিনি নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য আজীবন লড়ে গেছেন তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে। তাই তাঁর জীবন দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা এখনও ফুরিয়ে যায় নি।

বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন

বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীমুক্তি কামনা করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই নারীর অধঃপতিত অবস্থা সম্পর্কে সমাজকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এই মহতী উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটে তাঁর রচিত বিভিন্ন সাহিত্য ও প্রবন্ধে। সমাজ ও জাতির কল্যাণের নিমিত্ত বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষা ও সচেতনতার উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিভিন্ন উক্তির মধ্যে বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটে -

> **"কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও-- নিজের অন্নের সংস্থান নিজেরাই করুক।"**

শুধুমাত্র নারীকে শিক্ষিত করে তোলাই নয়- নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নারীকে যে স্বাবলম্বী হতে হবে- সে স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন। তার ইংগীত তাঁর লেখনিতে স্পষ্ট ছিল -

> **"অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!**
> **প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, জানি; সমাজ মহাগোলযোগ**
> **বাধাইবে জানি; কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্তে জাগিতে হইবেই।"**

নারী-পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে তিনি নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলারও স্বপ্ন দেখেছিলেন। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও তার ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি আজ বিশ্ব পরিসরে এক শীর্ষ আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা আজ বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলনের ঝড় শুনতে পাই- তা যেন অনেক আগেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল বেগম রোকেয়ার লেখনীতে-

> **"পুরুষের সমদক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব,**
> **যদি এমন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।**
> **আবশ্যক হইলে লেডি কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিষ্টার, লেডি জজ --- সবই হইব।"**

নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের শেকড় উপড়ে ফেলে "সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি" অর্জনের লক্ষ্য বেগম রোকেয়াকে সে সময় ভীষণভাবে তাড়িত করেছিল। তাই নারীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি বলেছিলেন-

> **"আমরা সমাজেরই অর্ধাঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরুপে?**
> **পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে; একই।"**

নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান অদ্যকার মজুরী বৈষম্যের বিষয়টি প্রায় শতাব্দী কাল আগে পশ্চাদপদ সমাজের নারী বেগম রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজে নারী পুরুষের সম মজুরী প্রতিষ্ঠিত হোক। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন-

> **"কার্যক্ষেত্রেও পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ টাকা বেতন পায় ঠিক সেই কাজে স্ত্রীলোক ১টাকা পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ টাকা আর চাকরানীর খোরাকী ২ টাকা।"**

সমকালের তুলনায় বেগম রোকেয়ার চিন্তাশক্তি ছিল অতি অগ্রসর। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাংলাদেশের পণপ্রথা ও বাল্য বিবাহ রহিত করণের প্রশ্নে আলোড়ন চলছে। কিন্তু তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি কুপ্রথার অবসানকল্পে বেগম রোকেয়া দাবী জানিয়ে বলেছিলেন-

> **"একুশ বৎসর বয়ক্রমের পূর্বে কোন কণ্যার বিবাহ হইতে পারিবে না। এটা আইন হওয়া উচিত।"**

নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে তখনকার প্রচলিত একতরফা তালাক ব্যবস্থাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তালাকের বিরুদ্ধেও তিনি যুক্তিসংগত প্রতিবাদ করেছিলেন তার এক উক্তির মাধ্যমে "আমাদের ধর্মমতে বিবাহ সম্পন্ন হয় পাত্র পাত্রীর সম্মতি দ্বারা। তাই খোদা না করুন বিচ্ছেদ যদি আসে, তবে সেটা আসবে উভয়ের সম্মতিক্রমে। কিন্তু কেন হয় একতরফা, অর্থাৎ শুধু স্বামী দ্বারা?"।

বেগম রোকেয়া নারী পুরুষের মধ্যে গঠনমূলক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও দ্বন্দ্বহীন সুসম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন -

> **"নারী পুরুষ সমাজ দেহের দুইটি চক্ষুস্বরূপ। মানুষের সব রকমের কাজ কর্মের প্রয়োজনেই দুই চক্ষুর গুরুত্ব সমান।"**

পশ্চাতপদ সমাজের উন্নয়নে বেগম রোকেয়া সে অন্ধকার যুগে নারীকে সমাজের ক্ষমতা কাঠামোয় অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন। Sultana's Dream এ তিনি নারী জাতির প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুপস্থিতিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেনঃ We have no hand or voice in the management of our social affairs. In India, man is lord and master. He had taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the Zenana". প্রকারন্তরে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্বের কথাই বলতে চেয়েছিলেন।

নীতি নির্ধারণী দলিলসমূহে বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের স্বীকৃতিঃ

(১) বাংলাদেশের সংবিধান :

বেগম রোকেয়ার স্বপ্নের স্বীকৃতি আমাদের সংবিধানে রয়েছে। ১৯৭২ সনে নবগঠিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় রচিত এ সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে ২৭ ধারায় উল্লেখ আছে যে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" ২৮(১) ধারায় রয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।" ২৮(২) ধারায় আছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।" ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে,"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।" ২৯(২) এ আছে "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।" ৬৫(৩) ধারা নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

(২) দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র :

২০০৯-১১ সালের জন্য প্রনীত জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে নারীর অগ্রগতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহনের বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটায় বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি আরো সংহত হয়েছে। মূলধারার সকল কর্মকান্ডে নারীর অগ্রগতি ও অধিকারের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করে নারী উন্নয়নে অধিকতর অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে। দলিলে এক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে যে, দারিদ্র-বোঝার অনেকগুলো যদিও নারী ও পুরুষকে বহন করতে হয়, তবুও নারীদের দারিদ্র অভিজ্ঞতা প্রায়শই পৃথক ধরনের হয়ে থাকে। দারিদ্র নিরসন অগ্রাধিকারেও তাদের পার্থক্য বিদ্যমান এবং উন্নয়ন হস্তক্ষেপেও তারা পৃথকভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কৌশলপত্রে তাই দারিদ্রের লিঙ্গমাত্রিকতার সমাধানসহ দারিদ্র নিরসন প্রচেষ্টাকে সফল করতে লিঙ্গ সংবেদনশীল হস্তক্ষেপের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৩) নারী উন্নয়ন নীতিমালা :

নারী উন্নয়ন বিষয়টিকে দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ণ করে, যা ২০০৮ সালে আরও যুগোপযোগী করা হয়।

নারীর মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ যে সম অধিকারী তার স্বীকৃতি স্বরূপ সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করার কথা বলা হয়েছে এ নীতিমালায়। এছাড়া, নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দুরীকরনার্থে কৌশল হিসাবে নির্ধারন করা হয়েছে- নির্যাতিত নারীকে আইনগত সহায়তা প্রদানসহ ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন করা, নারী শিক্ষা বৃদ্ধিসহ জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকান্ডে নারীর সক্রিয় ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জরুরী বিষয়াদি যথা-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ঋণ, প্রযুক্তি, বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ ও সমান সুযোগ এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে স্বীকৃত হয়েছে।

(৪) নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ :

সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের বিলোপ সাধনে জাতিসংঘে সিডও গৃহীত হয় ১৯৭৯ সালে। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার নাইরোবিতে ৩য় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নারীর সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে বেইজিং এ ১৯৯৫ সালে ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে আলোকে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সনদ তৈরী হয়। বাংলাদেশ উক্ত দলিলসমূহে স্বাক্ষর করে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

নারী উন্নয়নে গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগসমূহ : বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহকে চিহ্নিত করে উক্ত নীতিমালার অধীনে তার অধীনস্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বর্তমানে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDG) সামনে রেখে অধিদপ্তর বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিসমূহের মধ্যে- দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা, মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, ভিজিডি কার্যক্রম অন্যতম। দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪১২টি উপজেলায় রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করছে। মহিলাদের নিশ্চিন্তে কাজ করার সুবিধার্থে কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্র, দুঃস্থ, অসহায় ও নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন, 'ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেন্টার' চালু, আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন বিতরণ, মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে (দর্জি বিজ্ঞান, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স, ব্লক-বাটিক, এমব্রয়ডারী) প্রশিক্ষণ প্রদান, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দানে সহজ শর্তে ঋণদান কর্মসূচি ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এছাড়াও, যেহেতু জেন্ডার একটি cross cutting issue হিসেবে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাসঙ্গিকতা : নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আজ বিশ্বফোরাম গঠিত হয়েছে। সিডও ১৭৫টি দেশ কর্তৃক সমর্থন লাভ করেছে। বেইজিং-এ নারী সম্মেলন আমাদের নতুন করে ভাবতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এগুলো আজ সবই সত্য। এ সত্যের উপলব্ধি শত বছর আগে অবরোধবাসিনী বেগম রোকেয়ার মধ্যে জেগেছিল। আমাদের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার সর্বক্ষেত্রে আজ নারী ও পুরুষের যে সমঅধিকারের কথা, নারীর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা, নারী শিক্ষা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন, নারীর কর্মসংস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে, তার নির্দেশনা শতাধিক বছর আগে বেগম রোকেয়া বিভিন্ন প্রবন্ধ ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। যেমন- "সুলতানার স্বপ্ন" পুস্তিকায় বাল্য বিবাহ রোধকরণ, "গৃহ" প্রবন্ধে পুরুষ শাসিত সমাজে অধিকার বিহীন নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, "মতিচূর" গ্রন্থে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির কথা এবং "অবরোধবাসিনী" রচনায় নারীর দুরাবস্থার কারণ চিহ্নিত করে উন্নতির পথ নির্দেশ করা, Badge of Slavery বা "অলংকার" এ ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজে নারীকে অধীনস্থ করে রাখার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত ইত্যাদি। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "পদ্মরাগ" এর মূলমন্ত্রই ছিল নারী স্বাধীনতা ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। বেগম রোকেয়া বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি, উদ্ধৃতি ও তাঁর রচিত প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এ যেন আজকের বিশ্ব নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল ও আমাদের নারী উন্নয়ন নীতিমালার মূল ভাষ্যের প্রতিচ্ছবি। আজ আমরা নারী উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন যে পরিকল্পনা তৈরী করছি, কর্মসূচী গ্রহন করছি, বেগম রোকেয়া তাঁর পরিকল্পনা শত বর্ষ আগেই তাঁর তেজময়ী লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন। তাঁর চিন্তার সম্পূর্ণ অবয়বই যেন আজকের নারী উন্নয়ন নীতি ও কর্মকৌশলসমূহ।

উপসংহার : কেবল মাত্র নারী সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটে বেগম রোকেয়াকে মূল্যায়ন করলে তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের উন্নয়নে ব্রতী হয়ে বেগম রোকেয়া মূলত এক সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রোকেয়ার স্বপ্ন পুরোপুরি না হলেও আজ অনেকখানি বাস্তবায়িত হয়েছে। রোকেয়ার স্বপ্নের "ভাইসরয়"আজ আর নিছক স্বপ্ন নয় ।আজ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই নারীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। কেবল লেডি ব্যারিষ্টার কিংবা লেডি জজ নয়। লেডি অপজিশন লিডার এবং লেডি প্রাইম মিনিষ্টার আমাদের দেশে আজ বর্তমান। শুধু তাই নয়, অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীও আজ মহিলা। এছাড়া, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রায় প্রতিটি সেক্টরে আজ নারীরা কমবেশি সম্পৃক্ত।

সুতরাং নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের জানতে হবে বেগম রোকেয়াকে। আমরা যারা নারী উন্নয়নের কথা বলি, তাদেরও জানতে হবে যে, বেগম রোকেয়া শতাব্দীর শুরুতে আমাদের জানিয়েছেন সাফল্যের সূত্র সম্পর্কে। একেবারে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন কোন পথে গেলে মুক্তি আসবে ।আশার কথা, যে প্রতিকূলতার মধ্যে বেগম রোকেয়া নারী উন্নয়ন, নারী সাম্যতার স্বপ্ন দ্বীপ জ্বালিয়েছিলেন, সে আলোক শিখায় আজ ক্রমশঃ নারী সমাজ আলোকিত হচ্ছে। তাই নারী সমাজকে কাঙ্খিতভাবে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে হলে বেগম রোকেয়ার আদর্শকে আরো বেশি করে আমাদের বুকে লালন করতে হবে। তবেই কাঙ্খিত সাফল্য আসবে।